Hume's Enquiry–questions of 5 marks

1)সহজ ও দুর্বোধ্য দর্শনের পার্থক্য ।

2)সত্য (যথার্থ) অধিবিদ্যা ও মিথ্যা (অপ অধিবিদ্যা) র পার্থক্য ।

3) অধিবিদ্যা কি পরিত্যাজ্য? হিউমের মত আলোচনা কর ।

4)অনুষঙ্গের নীতি গুলির ব্যাখ্যা ।

5) ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বচন ও বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত বচনের পার্থক্য ।

6) বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত সব যুক্তি কার্য কারণ সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ।---হিউমের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা কর।

7) হিউমের দর্শনে প্রথা বা অভ্যাসের গুরুত্ব আলোচনা কর ।অথবা প্রথা বা অভ্যাস হল মানবজীবনের মহান পথপ্রদর্শক '---হিউমের এই উক্তির যাথার্থ ব্যাখ্যা কর।

8)কল্পনা ও বিশ্বাসের পার্থক্য ।

9) বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য ।

10)হিউমে প্রদত্ত কারনের দুটি সংজ্ঞা বা লক্ষণ আলোচনা কর।

11) মুদ্রণ নেই ধারণা নেই--এই মতের সমর্থনে হিউমের যুক্তি গুলি কি কি?

12) কার্যকারণের সম্পর্ক কেবল অনুভবেই আবিষ্কৃত হতে পারে---আলোচনা কর ।

13)প্রারম্ভিক(পূর্বগামী) সংশয়বাদ কি?আলোচনা কর।

14) অনুগামী সংশয়বাদ কি? আলোচনা কর।

Last modified: 20:29

Sadhana–Rabindranath Tagore.Questions of 5 Mark's

১)সাধনা গ্রন্থের বক্তৃতা গুলিতে রবীন্দ্রনাথের উপর বৌদ্ধ দর্শনের কিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়?

২)ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমত কি?

৩)সাধনা গ্রন্থে প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কি পরিচয় পাওয়া যায় । অথবা বিশ্ববোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতিকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন?

৪)রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহার বলতে কি বুঝিয়েছেন ?ব্রহ্মবিহার লাভে কোন কোন রীতির চর্চা করতে হয়?

৫)অমঙ্গল বা অশুভ কি? অমঙ্গল বা অশুভের সমস্যা বলতে কি বোঝায়? রবীন্দ্রনাথ অমঙ্গলকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

৬)রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে কয়েকজন মহাত্মার নাম লেখ।তাদের মহাত্মা কেন বলা হয়েছে?

৭) রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে 'বড়ো আমি 'ও ছোট আমি 'র পার্থক্য আলোচনা কর ।

Last modified: 18:29

Sadhana—Rabindranath Tagore. Short question.

38.'ছোট আমি ' ও 'বড়ো আমি 'র পার্থক্য কি?

উঃ---যে মানুষ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন আমিত্বের বেড়াজালে বন্দী সে আমি হচ্ছে 'ছোট আমি'।এটি হচ্ছে মানুষের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের দিক।এই আমি অহংবোধের তথা বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়।মানুষ যখন তার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায় তখন সেই আমি হল 'বড়ো আমি '।রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রকৃতির এই দিকটিকে 'জীবন দেবতা ' আখ্যা দিয়েছেন যার স্বরূপ হল আনন্দময় ।

39.কি ভাবে মানুষ আত্মাকে কেন্দ্রীভূত করে বা কিভাবে মানুষ খুঁজে পায় সেই 'এক' কে?

উঃ--- মানুষ আত্মসংযমের শক্তি দিয়ে আত্মা কে কেন্দ্রস্থিত করে ।যে মানুষের আত্মবোধ হয়েছে তার কাছে বিশ্বজগত একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে স্থিত এবং বাকি যা রয়েছে তা এই কেন্দ্রের চারপাশে স্ব স্ব স্থানে থেকে তার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে ।

40.একের বোধ অনুসন্ধানের পথে কোন কোন যোগের প্রয়োজন?

উঃ---১)জ্ঞানের মধ্যে যোগ ২) প্রেমের মধ্যে যোগ ৩) ইচ্ছা শক্তিতে যোগ

41.'অন্তরস্থিত আত্মা 'ও বহিরস্থিত আত্মাকে জানার ক্ষেত্রে মানুষ কোন কোন মাধ্যমের সাহায্য নেয়?

উঃ---প্রকৃতির ক্ষেত্রে মানুষ যখন সত্যানুসন্ধান করে তখন সে বিশ্লষণের দ্বারা অগ্রসর হয় এবং নানা বৈজ্ঞানিক প্রনালী ব্যবহার করে ।অন্তরস্থিত আত্মাকে জানা যায় অমাধ্যম প্রত্যক্ষের দ্বারা সরাসরিভাবে ।পরমাত্মাকে খণ্ডিত ভাবে জানা যায় না ।নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তাকে আমরা প্রেমে ও আনন্দে জানতে পারি ।

42.'আবীরাবীর্ম এধি'---বাক্যটির অর্থ কি?

উঃ---হে স্বপ্রকাশ,আমার নিকট প্রকাশিত হও।

43.মানবাত্মার সংগে যখন পরমাত্মা যুক্ত হন তখন কোন কোন সত্য মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়?

উঃ---১)সকল বৈপরীত্যের মধ্যে সংগতি স্থাপন হয়।

২)জ্ঞানে,প্রেমে,কর্মে সামঞ্জস্য সাধিত হয় ।

৩)সৌন্দর্যবোধে সুখ দুঃখ অভিন্ন রূপে দেখা দেয়।

৪)সীমা অসীমের ব্যবধানের অবসান ঘটে ।

43.মহাত্মা কে?

উঃ---যার আত্মা বড়ো বা মহান তিনিই মহাত্মা ।সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন,তিনিই মহাত্মা । সকলের ভালোকে যিনি নিজের ভালো বলে জানেন, যার হৃদয়ে সকলের স্থান তিনিই মহাত্মা ।

44.অমঙ্গল কি?

উঃ---অমঙ্গল হল শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ।অমঙ্গল হল যা কিছু মন্দ, অশুভ, ক্ষতিকর এবং বিরক্তিকর ।

45.অমঙ্গল বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝিয়েছেন?

উঃ---অমঙ্গল হল যা অশুভ, অসম্পূর্ণ, এবং দুঃখ, বেদনা ।তবে এটি অস্তিত্বের চরম ও স্থায়ী দিক নয়।এটি একটি পর্যায় মাত্র।বাস্তব বলে মেনে নিয়ে একে অতিক্রম করতে হয় ।অমঙ্গল বস্তুজগতের দ্বারা প্রতিমুহূর্তে সংশোধিত হচ্ছে ।পরিবর্তনশীল বলেই তা জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে না ।

Last modified: 23:54